

ভয়াবহ

সপাং! সপাং!!

ক্ষুধিত চাবুকের নৃশংস আঘাত এসে পড়ছে ছেলেটার গায়ে একের পর এক, ক্রমাগত। গত ১১ই নভেম্বর বৃহস্পতিবারে, ইরাণের সানান্দাদজ শহরে।

ঘটনার আকস্মিক বিহ্বলতায় কাঁদতেও ভুলে গেছে ছেলেটা। কিংবা এক আঘাতে কেঁকিয়ে কেঁদে উঠবার আগেই তার কাঁচা শরীরে আবার এসে পড়ছে সাপের মত লকলকে চাবুক। সে চাবুক তার চোদ বছরের নধর শরীরের নরম মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে সাপের মত হিংস্র ছোবলে বারবার, বারবার। থরথর করে কাঁপছে তার শরীর, অসহ যন্ত্রণায় মোচড় খেয়ে বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত পিঠ থেকে, বুক থেকে, হাত পা সর্বত্র থেকে - কিন্তু তবু সপাং, সপাং, সপাং!! মায়ের মায়াময় স্নেহদৃষ্টি মনে পড়ছে কি তার? কিংবা বাবার কোলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়? ভাই-বোনের খুনসুটি? অস্ফুট কাতরতায় মাকে ডাকবার চেষ্টা করছে কি ছেলেটা?

চুরি করেনি, ডাকাতিও করেনি ছেলেটা। চাঁদাবাজী করেনি, মিথ্যে কথা বলেনি, কারো ওপরে ঝাঁপিয়েও পড়েনি। কিন্তু তবু সপাং, - সপাং - সপাং.....

রোজার মাস। রোজা রেখেছিল ছেলেটা, রাত্রে উঠে সেহরি খেয়েছিল। তিন চারদিন পরে ঈদ, অন্যান্য সব ছেলে-মেয়ের মত সে-ও খুশীর কল্পনায় বিভোর ছিল নিশ্চয়ই। নিয়ম মাসিক বারো বয়স থেকে রোজা বাধ্যতামূলক হয়েছে তার। আল্লাহ বলেছেন বান্দা শুধু তাঁকে খুশী করার জন্য রোজা রাখে, তার মুখের গন্ধ তাঁর খুব প্রিয়। বান্দার রোজার প্রতিদান তিনিই দেবেন। রোজা না রাখলে কি হবে তা আল্লাহ বলেন নি, কোন শাস্তিও ঘোষণা করেন নি। কিন্তু সে দায়িত্ব মানুষ নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। গুন্য পেটের খিদের কষ্ট সহ্য করতে পারেনি কোমল ছেলেটা, ইফতারের আগেই খেয়ে ফেলেছে। তাতে ইসলামের বড়ই ক্ষতি হয়েছে, ইসলামের মালিকেরা তাকে শারিয়া আদালতে টেনে নিয়ে গেছে। মহামান্য শারিয়া আদালত তাকে পঁচাশীটা বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছেন।

সপাং, - সপাং - সপাং.....

না, যেন কেয়ামত পর্যন্ত চলবে এ চাবুক, যেন শেষ নেই এ চাবুকের। যে কচি ছেলেটার খিদে সহ্য হয়নি, সে কিভাবে এত চাবুক সহ্য করবে? ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল সে, আস্তে করে শুয়ে পড়ল নিজেরই রক্তস্রোতের মধ্যে। প্রতিটি চাবুকের সাথে তার শরীর একটু একটু নড়ছে এখন, কান পাতলে এখনো হয়ত শোনা যাবে তার অস্ফুট গোঙ্গানী। এদিকে সমানে চলছে চাবুক, সপাং সপাং সপাং।

তারপর এক সময় সে থেমে গেল।

তৃপ্তিভরে চাবুক হাতে থেমে গেল পরিশ্রান্ত জল্লাদও। পঁচাশী বার চাবুক মারা, কম কথা নয়। মাননীয় শারিয়া আদালতের রায়, চাবুকের পঁচাশীটা আঘাত শেষ করেছে সে। ডাক্তার এলেন, পরীক্ষা করলেন। তারপর নির্বিকারে ঘোষণা করলেন, মরে গেছে ছেলেটা। অনিন্দ্যসুন্দর ফুলের মত সদ্য ফুটেছিল যে, যার

সামনে ছিল বিস্তীর্ণ জীবন, সে এখন মাটির নীচে পোকামাকড়ের খাদ্য হবে।

হতে পারে আমি এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখছি। কিংবা এও হতে পারে, বাংলাদেশ দ্রুত ছুটে চলেছে ওই মারাত্মক দুঃস্বপ্নের দিকে। সে সম্ভাবনার অনেক বিষাক্ত কুলক্ষণ সারা দেশে প্রেতের হাসি হাসছে প্রতিদিন।

ইরাণে ক্ষমতায় আসার আগে ওরাও অসম্ভব মিষ্টি কথা বলত।

ধন্যবাদ।

ফতেমোল্লা

১৭ই নভেম্বর ৩৪ মুক্তিসন (২০০৪)

(www.holycrime.com-অবলম্বনে)